ডেমরার কামরুজ্জামান হত্যাকান্ডের রহস্য উদ্ঘাটনঃ মাতাসহ গ্রেফতার ৪

০৪-১০-২০১৪

গোয়েন্দা ও অপরাধতথ্য (পূর্ব) বিভাগ ডেমরার কামরুজ্জামান (৩০) হত্যাকান্ডে জড়িত ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা হল ১। মরিয়ম বেগম (৪৪) (কামরুজ্জামানের মা) ২। মোঃ আজিজুল হক ওরফে আজিজ (৫০) (পরকীয়া প্রেমিক) ৩। মোঃ তাফাজ্জল হোসেন (৬৫) ও ৪। মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম (৫২ )। নিহত কামরুজ্জামান নারায়ণগঞ্জের বালু মহাল এলাকায় পাথরের ব্যবসা করত।

গত ১২/০৮/১৪ খ্রি. রাত আনুমানিক ১১.৪৫ টায় ডেমরা থানা পুলিশ ডেমরা থানাধীন ডেমরা - চিটাগাং রোডে শুকুরশী নামক স্থানে রাস্তার পাশ হতে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে। পরের দিন সকাল ৫.৩০ টায় নিহতের বাবা মোঃ আশক আলী (৫০) থানায় এসে তার ছেলে কামরুজ্জামান (৩০) এর লাশ সনাক্ত করে। নিহত কামরুজ্জামানের বাবা মোঃ আশক আলী বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে ডেমরা থানায় ১৩/০৮/২০১৪ খ্রি. একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

ঘটনার পরপরই ডিবি পুলিশ মামলাটির ছায়া তদন্ত শুরু করে। গত ০১/০৯/২০১৪ খ্রি. মামলাটির তদন্তভার ডিবিতে ন্যাস্ত হয়। তদন্তের এক পর্যায়ে ডিবি পুলিশ জানতে পারে যে, হত্যাকান্ডের প্রায় দুই মাস পূর্বে ভিকটিম কামরুজ্জামান তার মা মরিয়ম বেগমকে অবৈধ সম্পর্ক থাকার অভিযোগে তার মাকে গালমন্দ করে এবং মারধর করে।

তদন্তের এক পর্যায়ে ডিবি পুলিশ নিশ্চিত হয় যে, মা মরিয়ম বেগমের সাথে জনৈক আজিজুল হক ওরফে আজিজ এর পরকীয়া প্রেমের কারণেই কামরুজ্জামান খুন হয়েছে। ডিবি পুলিশ গত ০২/১০/২০১৪ খ্রি. ০০.৩০ টায় আজিজুল হক ওরফে আজিজকে খিলগাও থানা এলাকা হতে গ্রেফতার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আজিজ জানায় যে, কামরুজ্জামানের মা মরিয়ম বেগমের পরিকল্পনায় সহযোগী মোঃ তাফাজ্জল হোসেন ও মোঃ মঞ্জুরুল ইসলামদের সহায়তায় গত ১২/০৮/১৪খ্রি. রাত আনুমানিক ১০.১৫ টা হতে ১০.৩০ টার মধ্যে মাইক্রোবাসে তুলে সিট বেল্ট দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করে। এর পূর্বে কামরুজ্জামানকে কফি’র সাথে ঘুমের ঔষধ খাওয়ানো হয়েছিল। হত্যার পর তার লাশ ডেমরা-চট্টগ্রাম রোডে শুকুরশী নামক স্থানে রাস্তার পাশে ফেলে যায়।

আজিজুল হকের স্বীকারোক্তি মোতাবেক কামরুজ্জামানের মা মরিয়ম বেগমকে ডেমরার নিজ বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে মরিয়ম বেগম জানায় যে, দীর্ঘ দিন পূর্ব হতে আজিজুল হক ওরফে আজিজ এর সাথে তার পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক চলে আসছিল। কামরুজ্জামান মায়ের পরকীয়া প্রেমে বাধা হয়ে দাড়ায় এবং মাকে মারধর করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মরিয়ম প্রেমিক আজিজুল হকের সাথে ছেলেকে হত্যার পরিকল্পনা করে এবং আজিজুল হককে খুন বাবদ ১ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়।

 গত ০২/১০/২০১৪ খ্রি. ডিবি পুলিশ তাদের সহযোগিতায় হত্যাকান্ডে জড়িত অপরাপর সহযোগী মোঃ তাফাজ্জল হোসেনকে রংপুর কোতয়ালী থেকে এবং মোঃ মঞ্জুরুল ইসলামকে ঢাকার মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে গ্রেফতার করে।

 প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা জানায় যে, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ১২/০৮/১৪খ্রি. রাত ২০.০০ টায় ভিকটিমের মা মরিয়ম বেগম ডাক্তার দেখানোর কথা বলে ছেলে কামরুজ্জামানকে সাথে নিয়ে খিলগাঁও থানাধীন খিদমা হাসপাতালে যায়। পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক মরিয়ম বেগমের প্রেমিক আজিজুল হক সহযোগী কবিরাজ তাফাজ্জেল হোসেন ও কবিরাজ মঞ্জুরুল ইসলামদেরকে নিয়ে মাইক্রোবাসে খিদমা হাসপাতালের পাশে অবস্থান নেয়। কামরুজ্জামান তার মাকে ডাক্তারের চেম্বারের সামেন ওয়েটিং রুমে রেখে মোবাইলে কথা বলার জন্য নীচে যায়। এ সময় মরিয়ম বেগম প্রেমিক আজিজুল হককে ফোনে কামরুজ্জামানের নীচে যাবার সংবাদ দেয়। হাসপাতালের সামনে পেয়ে আজিজুল হক কামরুজ্জামানের কাছে নিজেকে পাথর ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দেয় এবং মাইক্রোবাসের সামনে সিটে বসিয়ে কথাবার্তা বলতে থাকে। আজিজুল হকের সহযোগী তাফাজ্জল ও মঞ্জুরুল ইসলাম কফির সাথে ঘুমের ট্যাবলেট মিশিয়ে কামরুজ্জামানকে খাইয়ে দেয়। কামরুজ্জামান কিছুক্ষণ পর অচেতন হয়ে পরলে আজিজুল হক খিদমা হাসপাতালের আশেপাশে অন্ধকার রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে ঘুরতে থাকে। এ সময় সহযোগী তাফাজ্জেল হোসেন ও মঞ্জুরুল ইসলাম পিছনের সিটে থাকাবস্থায় সামনের সিটের বেল্ট দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে এবং কামরুজ্জামানের মৃতদেহ ডেমরা থানাধীন শুকুরশী এলাকায় রাস্তার পাশে ফেলে দেয়। হত্যাকান্ডে জড়িতরা লাশ ফেলে দেওয়ার স্থানের কিছু দূরে দাড়িয়ে থাকা মরিয়ম বেগমের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মাইক্রোবাসযোগে দ্রুত চলে যায়। মরিয়ম বেগম গ্রেফতারের পূর্ব পর্যন্ত আজিজুল হককে মোট ৪০ হাজার টাকা পরিশোধ করেছে মর্মে স্বীকার করে। উল্লেখ্য, প্রেমিক আজিজ মরিয়ম বেগমের সাথে মেলামেশার জন্য মাতুয়াইলের পাড়াডগাইর এলাকায় মেজবাহ উদ্দিন সরকারের বাড়িতে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়। ০৩/১০/২০১৪খ্রি. ডি এম পি'র মুখপাত্র ও ডিবি'র জয়েন্ট কমিশনার মোঃ মনিরুল ইসলাম মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিং এসব তথ্য প্রকাশ করেন।

 উপ-পুলিশ কমিশনার মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মাতুব্বর এর নির্দেশনায় এডিসি এএইচএম আবদুর রকিব এর তত্ত্বাবধায়নে ডেমরা জোনাল টিমের সহকারী পুলিশ কমিশনার মাঈনুল ইসলাম এর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।